Visit http://www.asram.org

পাপিয়াস ও কুয়াদ্রাতুসের

লেখার অংশবিশেষ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২
প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়

অনুবাদ © সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রকাশনা © সাধু বেনেডিক্ট মঠ
মহেশ্বরপাশা, খুলনা
বাংলাদেশ

ভূমিকা

(পাপিয়াস)

ফ্রিজিয়া প্রদেশে অবস্থিত গেরাপোলিস এর ধর্মাধ্যক্ষ পাপিয়াস দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা পাঁচ খন্ডবিশিষ্ট একটি ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউসের মতে সেই পুস্তক ছিল প্রভুর বচনাদির একটি সঙ্কলন। আবার, চতুর্থ শতাব্দীর এউসেবিউসের মতে সেটি ছিল প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা। যাই হোক, পুস্তকটি রচনা করার জন্য পাপিয়াস লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন। দুঃখের কথা, পরবর্তীকালে পুস্তকটি হারিয়ে যায়।

বিখ্যাত ধর্মাধ্যক্ষ সাধু ইরেনেউস সমর্থন করেন, পাপিয়াস ছিলেন প্রেরিতদূত যোহনের শিষ্য ও সাধু পলিকার্পের সঙ্গী। অপরপক্ষে, তাঁর সঙ্কলিত বিভিন্ন সাক্ষ্যের উপর বারবার নির্ভর করলেও এউসেবিউস তাঁর লেখা 'খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস' পুস্তকে পাপিয়াসকে তত মর্যাদা আরোপ করেন না। তার কারণ, পাপিয়াস হয়েছিলেন সহস্রবর্ষবাদ-পন্থী। এ মতবাদ অনুসারে প্রভু যীশুর পুনরাগমনের পর জগতের বিলুপ্তি হবে না, বরং তিনি এ পৃথিবীতে এসে ধার্মিকদের সঙ্গে সশরীরে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। শুধু এই এক হাজার বছর ব্যাপী রাজত্বের পরেই বিশ্বজগতের বিলুপ্তি ঘটবে ও অনন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাপিয়াস এ অদ্ভুত মতবাদের অনুসারী হওয়ায় এউসেবিউস 'প্রেরিতদূত' যোহনের নয় বরং 'প্রবীণ' নামে আখ্যায়িত অচেনা একজন যোহনের শিষ্য বলে তাঁকে গণ্য করেন। কিন্তু এউসেবিউসের কথার তুলনায় সাধু ইরেনেউসেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি ছিলেন পাপিয়াসের সঙ্গী সেই সাধু পলিকার্পের শিষ্য।

এখানে পাপিয়াসের তিনটে অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়: সাধু ইরেনেউস, এউসেবিউস, ও লাওদিসিয়ার আপোল্লিনারেস-এর লেখায় বিক্ষিপ্ত পাপিয়াস-লিখিত অংশবিশেষ। বিশেষ লক্ষণীয় হল সেই অংশগুলি যেখানে বিবিধ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য পাপিয়াসের উদ্বেগ প্রকাশ পায় এবং মার্ক ও মথি রচিত 'সুসমাচার' পুস্তক দু'টোর উৎপত্তি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা হয়।

পাপিয়াসের লেখার অংশবিশেষ

সাধু ইরেনেউসের লেখা থেকে

যখন আকাশের শিশির ও ভূমির উর্বরতা দ্বারা জগৎসৃষ্টি হবে নবীকৃত ও মুক্তিপ্রাপ্ত তখন সে প্রচুর ও বিবিধ ধরনের খাদ্য উৎপাদন করবে। বস্তুত, প্রভুর শিষ্য যোহনকে যারা দেখেছিলেন সেই প্রবীণেরা স্মরণ করেন, তাঁরা যোহনের কাছেই শুনেছিলেন সেই কাল সম্বন্ধীয় প্রভুর একথা: 'এমন দিনগুলি আসবে যখন এমন আঙুরখেতগুলো উৎপন্ন হবে যেগুলোর এক একটায় থাকবে দশ হাজার আঙুরলতা, এক একটা আঙুরলতায় দশ হাজার শাখা, এক একটা শাখায় দশ হাজার প্রশাখা, এক একটা প্রশাখায় দশ হাজার বৃন্ত, এক একটা বৃন্তে দশ হাজার গুচ্ছ, এক একটা গুচ্ছে দশ হাজার ফল এবং এক একটা নিংড়ানো ফল দেবে প্রচুর পরিমাণ রস। আর যখন একজন খ্রীষ্টভক্ত এ ধরনের একটা গুচ্ছ নিতে ইচ্ছা করবে তখন অপর একটা গুচ্ছ তাকে চিৎকার করে বলবে: আমিই শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাও, আর আমার মাধ্যমে প্রভুর প্রশংসা কর।

একই প্রকারে, একটা গমের দানা থেকেও দশ হাজার শিষ উৎপন্ন হবে, এক একটা শিষে থাকবে দশ হাজার শষ্যকণা এবং এক একটা শষ্যকণা দেবে পাঁচ পাউন্ড সাদা ময়দা। আর অন্যান্য যত ফল, বীজ ও শাক এই পরিমাণ ফল ফলাবে, এবং ভূমির ফল খায় যত প্রাণী, তারা শান্ত, একত্র ও মানুষের বাধ্য থাকবে।'

যোহনের শিষ্য ও পলিকার্পের সঙ্গী সেই প্রাচীন পুরুষ পাপিয়াসও তাঁর লেখার চতুর্থ খণ্ডে এ শিক্ষার বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য দান করেন। তিনি পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট এক পুস্তক লিখেছিলেন। তিনি আরও লিখে গেছেন: 'যাদের বিশ্বাস আছে তাদের কাছে এ সকল কথা স্পষ্ট। আর যুদা, সেই বিশ্বাসঘাতক, কথাটা বিশ্বাস না করে জিজ্ঞাসা করল: তেমন কিছু কেমন করে প্রভু উৎপাদন করাবেন? উত্তরে প্রভু বললেন, যারা সেই কালে আসবে তারাই এসব কিছু দেখবে।'

এউসেবিউসের লেখা থেকে

আমরা সেই পাপিয়াসের পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট একটি লেখা পেয়েছি যার নাম 'প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা'। ইরেনেউসও এই লেখা তাঁর একমাত্র লেখা বলে উল্লেখ করেন; এবিষয়ে তিনি বলেন: 'যোহনের শিষ্য ও পলিকার্পের সঙ্গী সেই প্রাচীন পুরুষ পাপিয়াসও তাঁর লেখার চতুর্থ খণ্ডে এই শিক্ষার বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য দান করেন; তিনি পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট একটি পুস্তক লিখেছিলেন।'

এটি হল ইরেনেউসের সাক্ষ্য। কিন্তু, সত্য কথা বলতে গেলে, স্বয়ং পাপিয়াস তাঁর উপদেশাবলির সূচনায় একথা বলেন না, তিনি পবিত্র প্রেরিতদূতদের শুনেছিলেন ও তাঁদের স্বচক্ষে দেখেছিলেন, বরং তাঁর কথার মাধ্যমে তিনি আমাদের অবগত করেন যে, প্রেরিতদূতদের সঙ্গীদেরই কাছ থেকে তিনি বিশ্বাস-সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথা এ: 'আমার ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সেটার সঙ্গে প্রবীণদের কাছ থেকে যা ভালভাবে জানতে পেরেছিলাম, সেই সকল সংবাদও নিবেদন করা তেমন অনুপযোগী মনে করছি না। সেই সংবাদগুলো আমার মনের মধ্যে এখনও স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে। বাস্তবিক, সকলের মত আমি যারা বেশি কথা বলে তাদের কথা তত আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম না, বরং তাদেরই কথা শুনতাম যারা সত্য শেখাত। আর যারা পরের আজ্ঞা জানায় এদেরও নয়, কিন্তু যারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রভুর দেওয়া সকল আজ্ঞা শেখায়—এমন আজ্ঞা যা স্বয়ং সত্য থেকে আগত—এদেরই শিক্ষা শুনতাম। আর কোন জায়গায় আমি যদি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম যারা প্রবীণদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন, তাহলে আমি তাদের উপদেশ জানতে চেষ্টা করতাম—কী কী বলেছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতর, কী কী বলেছিলেন থোমা ও যাকোব, কী কী বলেছিলেন যোহন ও মথি বা প্রভুর অন্য যে কোন শিষ্য; কী কী বলেন প্রভুর দু'জন শিষ্য আরিস্তিওন ও সেই প্রবীণ যোহন। কেননা আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদেরই জীবন্ত সাক্ষ্য শোনা যত উপকারী হবে এর তুলনায় কোন বই-পুস্তক তত উপকারী হবে না।'

এসম্পর্কে আমরা ভাল করে লক্ষ করব যে, এখানে পাপিয়াস দু'বার যোহন নামটি উল্লেখ করেন: প্রথমবার তিনি পিতর, যাকোব, মথি ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদের সঙ্গে তাঁকে তালিকাভুক্ত করেন, আর

এভাবে স্পষ্টই দেখান যে সুসমাচার-রচয়িতার নাম বলা হচ্ছে; দ্বিতীয় বার স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে প্রেরিতদূতদের সংখ্যায় নয়, পাশেই তাঁকে স্থাপন করেন, এমনকি সেই আরিস্তিওনকেও তাঁর আগে উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি নির্দিষ্ট ভাবে তাঁকে "প্রবীণ" বলেই অভিহিত করেন।

সুতরাং এ সাক্ষ্য তাদের কথা সত্য বলে প্রমাণ করে যারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, এশিয়া প্রদেশে যোহন নামক দু'জন ব্যক্তি ছিলেন, যেমন এফেসসে এখনও যোহনের দু'টো সমাধিমন্দির রয়েছে। আর এ সাক্ষ্য তত মূল্যহীন নয় কারণ যদি কেউ সেই প্রথমজনকে বাতিল করে তাহলে একথা যথেষ্ট সত্যাশ্রয়ী হবে যে, দ্বিতীয়জনই খুব সম্ভব সেই প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন যা আমাদের কাছে যোহনের নামে সম্প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পাপিয়াস বলেন, তিনি প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে নয়, বরং যারা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এদেরই কাছ থেকে প্রেরিতদূতদের বচনাদি পেয়েছিলেন; তিনি কেবল আরিস্তিওন ও সেই প্রবীণ যোহনেরই প্রত্যক্ষ শ্রোতা হয়েছিলেন। বারবার তিনি এঁদের নাম উল্লেখ করেন ও তাঁরা যা সম্প্রদান করেছিলেন তা-ই তিনি নিজের লেখায় লিপিবদ্ধ করেন। এ সমস্ত তথ্যের বিবরণ অনর্থক বলে বোধ করি না।

পাপিয়াসের এই সমস্ত সাক্ষ্য ছাড়া এগুলোও উল্লেখযোগ্য মনে করি। বিশেষভাবে যখন তিনি সেই সকল বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন যা তাঁর কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল। গেরাপোলিস নগরীতে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে প্রেরিতদূত ফিলিপের বসবাস সম্বন্ধে পূর্বেই কথা বললাম। কিন্তু এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, পাপিয়াস (তিনি তো সেই কালের মানুষ ছিলেন) স্মরণ করেন, তিনি ফিলিপের মেয়েদের মুখ থেকেই চমৎকার একটি কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি বলেন, সেই সময় একটি মৃত লোকের পুনরুত্থান হয়েছিল ও বার্সাব্বাস নামে পরিচিত ইউস্তুসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। এই ইউস্তুস মৃত্যুজনক বিষ খেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এই ইউস্তুস হলেন মাথিয়াসের সঙ্গে সেই ব্যক্তি যাঁর নাম প্রভুর স্বর্গারোহণের পর পবিত্র প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রস্তাব করা হয়েছিল; তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যেন জানতে পারেন বিশ্বাসঘাতক যুদার স্থানে এ দু'জনের মধ্যে কে প্রেরিতদূত পদে নিযুক্ত হবেন। শিষ্যচরিত পুস্তক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করে: 'তাঁরা দু'জনের নাম প্রস্তাব করলেন, ইউস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ যাঁকে বার্সাব্বাস ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। তাঁরা প্রার্থনা করলেন…।

(… … …)

তাঁর লেখায় পাপিয়াস প্রভুর উপদেশাবলির অন্য কতগুলো ব্যাখ্যাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। এসব কিছু তিনি শুনেছিলেন সেই আরিস্তিওনের কাছে যাঁর কথা পূর্বে বলেছি। উপরন্তু তিনি সেই প্রবীণ যোহনের বিভিন্ন মৌখিক সম্প্রদান-করা-শিক্ষাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন, এবিষয়ে যারা অবগত হতে ইচ্ছা করে, আমরা সেই সকল লেখার দিকে তাদের মন আকর্ষণ করি।

আমরা বরং পাপিয়াসের উপরোল্লিখিত কথা ছাড়া মার্ক-রচিত সুসমাচারের উৎপত্তি উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। এবিষয়ে পাপিয়াস বলেন, 'একথাও সেই প্রবীণ বলতেন: মার্ক পিতরের অনুবাদক হয়েছিলেন। প্রভুর যে সকল বচন ও ঘটনা তাঁর স্মরণে ছিল, তিনি সঠিকভাবে অথচ একটু এলোমেলোভাবেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করলেন। কেননা তিনি প্রভুকে শোনেননি, তাঁর অনুসরণও করেননি; কিন্তু—যেমন বলেছি—শুধু পরবর্তীকালে পিতরেরই অনুসরণ করলেন। আর পিতর সুবিধাক্রমেই উপদেশ দিতেন; আসলে তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল না, তিনি প্রভুর বচনাদি সূক্ষ্মভাবে সঙ্কলন করবেন। সুতরাং মার্কের কোন দোষ নেই তিনি যদি যেইভাবে তাঁর মনে ছিল শুধু সেইভাবেই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। মাত্র একটি বিষয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন: যা শুনেছিলেন সেই সকল কথার একটিমাত্রও বাতিল করবেন না, আর তাছাড়া কোন মিথ্যাও সংযোগ করবেন না।'

এটি হল মার্কের বিষয়ে পাপিয়াসের সাক্ষ্য। মথি সম্বন্ধে তিনি একথা বলেন: 'মথি হিব্রু ভাষায় প্রভুর বচনাদি সঙ্কলন করলেন, এবং এক একজন তার সাধ্য অনুসারে সেগুলো ব্যাখ্যা করল।'

তাছাড়া পাপিয়াস যোহনের প্রথম পত্র ও পিতরেরও পত্রের বিষয়ে কয়েকটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। আর একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন: সেই নারীর কথা যার বহু পাপের জন্য প্রভুর কাছে অভিযুক্ত হয়েছিল। এঘটনা হিব্রুদের সুসমাচারে বিবৃত।

উপরোল্লিখিত তথ্য ছাড়া এ সকল সংবাদও প্রয়োজনীয় মনে করলাম।

লাওদিসিয়ার আপোল্লিনারেসের লেখা থেকে

আপোল্লিনারেসের কথা: যুদা গলায় দড়ি দিয়ে মরল না, কিন্তু বেঁচে থাকল, কারণ শ্বাসরোধের ফলে মরার আগে সেই দড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল। একথা শিষ্যচরিত পুস্তকে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত, 'পরে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ায় তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল।' কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে যোহনের শিষ্য পাপিয়াস এঘটনা বর্ণনা করেন। 'প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে তিনি বলেন:

'যুদা অধর্মের মহৎ আদর্শরূপে সারা জগতে ঘুরে বেড়াল। তার দেহখানি এতই ফুলে উঠেছিল যে একটা গাড়ি যেখানে সহজে যেতে পারে সে সেখান দিয়ে যেতে পারত না; এমনকি তার মাথা পর্যন্ত সেখান দিয়ে ঢুকতে পারত না। কথিত আছে, তার চোখের পাতা দু'টো এতই ফুলে উঠেছিল যে কোন মতেই সে আলো দেখতে পাচ্ছিল না; তার চোখ দু'টো এত গভীরে ভিতরে চলে গেছিল যে চিকিৎসক পর্যন্ত তার চোখ পরীক্ষা করতে পারত না। কথিত আছে, তার অন্ড দু'টো অতিমাত্রায় ফুলেছিল, অবস্থাটা একেবারে ঘৃণ্যই ছিল, আর সেগুলো থেকে অধিক পরিমাণ পুঁজ বের হত, কতগুলো পোকাও সমস্ত শরীর থেকে জমে সেখান থেকেই মলের সঙ্গে বের হত। কথিত আছে, এধরনের কষ্টদায়ক পীড়ার পর সে তার একটি নিজস্ব জমিতে প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু অসহ্য দুর্গন্ধের কারণে সেই জমি এখনও জনশূন্য ও উৎসন্ন হয়ে রইল। এমনকি, তার শরীর থেকে এত পরিমাণ পচানি মাটিতে ঢুকেছে যে আজ পর্যন্তও সেই জায়গা দিয়ে যেতে হলে নাক বন্ধ না করে পারা যায় না।'

ভূমিকা

(কুয়াদ্রাতুস)

১২৫ খ্রীষ্টাব্দে কুয়াদ্রাতুস নামক একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী নির্যাতনকারী সাম্রাজ্যকে উদ্দেশ্য করে খ্রীষ্টধর্মের পক্ষসমর্থনে একটা পত্র লেখেন। মূল লেখাটি হারিয়ে গেছে, কিন্তু এউসেবিউস ‘খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস’ পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে সেটির একটি অংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উদ্ধৃতাংশটি সংক্ষিপ্ত হলেও তবু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তার মাধ্যমে প্রভুর অলৌকিক কাজগুলোর বাস্তবতা প্রমাণিত।

কুয়াদ্রাতুসের লেখার অংশবিশেষ

সম্রাট ত্রাইয়ানুস সাড়ে উনিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরে সম্রাটপদে উঠলেন এলিউস আদ্রিয়ানুস। এঁরই কাছে কুয়াদ্রাতুস নিবেদন করেন সেই বক্তৃতা যা সকলের সামনে প্রদান করেছিলেন। সেটি লিখিত হয়েছিল আমাদের ধর্মের পক্ষসমর্থনের জন্য, কারণ কয়েকজন দুর্জন ব্যক্তি আমাদের লোকদের অত্যাচার করতে যাচ্ছিল। অধিকাংশ খ্রীষ্টানদের কাছে এ লেখা আছে, আমাদেরও আছে। তাতে কুয়াদ্রাতুসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রৈরিতিক ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে তাঁর নির্ভুলতা প্রতীয়মান হয়। তিনি নিজেই যে পরোক্ষভাবে আপন প্রাচীনতা প্রমাণ করেন, তা নিম্নলিখিত কথাগুলোতে প্রকাশ পায়: 'আমাদের ত্রাণকর্তার কার্যগুলো সবসময় প্রকাশমান ছিল, কারণ সেগুলি ছিল সত্য। তাই যারা রোগমুক্ত বা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তারা শুধু অলৌকিক কাজের সময়ে বা পুনরুত্থানের সময়ে নয় বরং অনেক দিন পরেও জগতের বুকে দৃশ্যমান ছিল। ত্রাণকর্তা যে সময় এমর্তে থাকলেন সেই সময়ের জন্য শুধু নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তারা বেঁচে থাকল, এমনকি তাদের কয়েকজন আজও জীবিত আছে।'